|দ্বি|মা|সি|ক|

ক্রেডিট ইউনিয়ন

কো-অপারেটিভ ফাইন্যান্স এন্ড গভর্নেন্স নিউজ লেটার

Credit Union

বর্ষ ১৫ ▪ সংখ্যা ১৩ ▪ জুলাই-আগস্ট ২০১৯

কাল্ব-এর ৩২ তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

নিবন্ধ

বাংলাদেশের প্রথম ক্রেডিট ইউনিয়ন

জন্ম থেকে মৃত্যু: সবকিছুর চাহিদাপূরণে ঢাকা ক্রেডিট

রবীন ভাবুক

সৃষ্টি সুখের উল্লাসের মতোই ঢাকা ক্রেডিট সুখের উল্লাস ছড়িয়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন। একটি শিশু জন্ম নেওয়ার সাথে সাথে ঢাকা ক্রেডিট তাকে বুকে তুলে নেয় পরম মমতায়। এরপর শিশুকাল, শৈশব, কৈশর, যৌবন, কর্মময় জীবন, বৃদ্ধকাল এবং অবশেষে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে শেষ সমাধী পর্যন্ত ঢাকা ক্রেডিট পরম মমতায় প্রতিটা সদস্যকে ধারণ করে রাখে।

সদস্য পরিবারের একজন শিশু জন্মের সাথে সাথে ঢাকা ক্রেডিট নিজে অর্থ প্রদান করে তাকে বি-সেভার্সের মাধ্যমে ঢাকা ক্রেডিট পরিবারের সদস্য করে নেয়। এর পর জীবনের প্রতিটি ধাপে ধীরে ধীরে সে ঢাকা ক্রেডিট থেকে যাবতীয় সুবিধাগ্রহণ করতে থাকে। বি-সেভার্স থেকে একটু বড় হলেই সে স্মার্ট-সেভার্সের সদস্য হয়। ১৮ বছর পূর্ণ হলে সে হয়ে ওঠে একজন পূর্ণ অধিকারপ্রাপ্ত সদস্য। পড়াশোনা থেকে শুরু করে চাকরী, ব্যবসায় সকল ক্ষেত্রের আর্থিক ও সামাজিক যোগানের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে থাকে ঢাকা ক্রেডিট। সদস্যদের জন্য যেমন রয়েছে বিভিন্ন ধরণের ৭৬টি প্রডাক্ট, তেমনি সদস্যসহ সাধারণ আপামর জনগণের জন্য রয়েছে অসংখ্য প্রকল্পসেবা। কী নেই এই ঢাকা ক্রেডিটের! সবকিছু ছাপিয়ে তাক লাগানো স্বপ্ন বাস্তবায়ন করে চলেছে ঢাকা ক্রেডিট!

ডিভাইন মার্সি জেনারেল হাসপাতাল: কখনো কোনো সমবায় প্রতিষ্ঠান ঢাকা ক্রেডিটের মতো মহতী এমন উদ্যোগ নিতে পারে, তা কল্পনাতীত। বাংলাদেশের সমবায় ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে ঢাকা ক্রেডিট সবচেয়ে মেগা প্রকল্প এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে দ্রুততার সাথে। ঢাকা ক্রেডিটের ৬৪ বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় প্রকল্প ডিভাইন মার্সি জেনারেল হাসপাতাল। ২০১৪ সালের বার্ষিক সাধারণ সভায় হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার বিষয়ে অনুমোদন লাভ করে। খ্রিষ্টান সমাজের মানুষকে সল্পমূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের উদ্দেশে হাসপাতাল তৈরির প্রকল্প গ্রহণ করে ঢাকা ক্রেডিট। গাজীপুরের কালীগঞ্জ থানার মঠবাড়ীতে প্রায় ২৫ বিঘা জমিতে ৩শ বেডের হাসপাতাল নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। ২৭ এপ্রিল ২০১৯ হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর ফলক উন্মোচন করা হয়। দেশের সর্বাধুনিক ও সঠিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষে ডিভাইন মার্সি জেনারেল হাসপাতাল এখন শুধু সময়ের দাবি। হাসপাতালকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠবে মেডিকেল কলেজ, নার্সিং ইনস্টিটিউট, নার্সিং হোম। দেশি-বিদেশী ডাক্তার, নার্সসহ হাজারো মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে এই মহতী প্রতিষ্ঠান।

ঢাকা ক্রেডিট রিসোর্ট এন্ড ট্রেনিং সেন্টার:

একটি দেশের উন্নয়ন নির্ভর করে, সেই দেশের দক্ষ মানব সম্পদের উপর। ঢাকা ক্রেডিটও নানামুখী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ তৈরিতে কাজ করে যাচ্ছে। ঢাকার অদূরে

কালীগঞ্জের মঠবাড়ীতে সাড়ে সাত বিঘা জমিতে নির্মিত হয়েছে ঢাকা ক্রেডিট রিসোর্ট এন্ড ট্রেনিং সেন্টার। কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন সেমিনার, প্রশিক্ষণ আয়োজনের পাশাপাশি বাণিজ্যিক উদ্দেশে নির্মিত হয়েছে এই রিসোর্ট ও ট্রেনিং সেন্টার। এখানে যেকোনো প্রতিষ্ঠান ট্রেনিং, সেমিনারসহ নানা কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে। এ ছাড়াও যে কেউ অবসাদ কাটাতে রিসোর্টের মনোরম পরিবেশে প্রতিষ্ঠান বা পারিবার নিয়ে সময় কাটানো বা বনভোজনের সুযোগ রয়েছে। ২০১৬ সালে ২২ জানুয়ারি রিসোর্ট এন্ড ট্রেনিং সেন্টারটি উদ্বোধন করা হয়।

ঢাকা ক্রেডিট ইউনিয়ন স্কুল:

ঢাকা ক্রেডিট সামাজিক উন্নয়নের অংশিদার হতে ঢাকার নন্দায় শুরু করেছে শিক্ষা কার্যক্রম। ২০১০ সাল থেকে 'ঢাকা ক্রেডিট ইউনিয়ন স্কুল' নাম দিয়ে পরিচালিত স্কুলটি এখন ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছে। ২০১৯ সালের মে মাস থেকে স্কুলটি 'ঢাকা ক্রেডিট ইউনিয়ন স্কুল' নামে সরকারি অনুমোদন লাভ করে। মানের দিক থেকে নন্দায় এই স্কুলটি এখন সামনের সারিতে অবস্থান করছে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এই স্কুল সবার জন্য উন্মুক্ত।

ডিসি চাইল্ড কেয়ার এন্ড এডুকেশন সেন্টার:

সাধারণের চাহিদা ও সমস্যা সমন্বয়ই করা ঢাকা ক্রেডিটের একটি আলাদা বৈশিষ্ট্য। যার উদাহরণ হলো ডিসি চাইল্ড কেয়ার এন্ড এডুকেশন সেন্টার। ঢাকার কর্মব্যস্ত বাবা-মায়ের সমস্যার দিকটি বিবেচনা করেই ঢাকা ক্রেডিট ২০১৭ সালের ১ জানুয়ারি ডিসি চাইল্ড কেয়ার এন্ড এডুকেশন সেন্টারের যাত্রা শুরু করে। ১৮ মাস থেকে ৬ বছরের শিশুদের সুস্থ মানসিক বিকাশ, নিরাপদ পরিবেশে বেড়ে ওঠার উদ্দেশে এই চাইল্ড কেয়ার এন্ড এডুকেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল শ্রেণিপেশার মানুষের সন্তান এখানে সুবিধা পেতে পারে।

সমবায় বাজার:

ভোক্তা অধিকার সাম্প্রতিক একটি বড় ধরণের ইস্যু। পণ্যের মান নিয়ে বর্তমানে সকল মানুষের মধ্যে একটি ভীতি কাজ করে। সদস্যসহ সাধারণ মানুষের মাঝে মানসম্পন্ন ও সঠিক দামে পণ্য বিক্রির নিশ্চয়তা দিয়ে ঢাকা ক্রেডিট শুরু করেছে সমবায় বাজার। এই বিপনীবিতানে নিত্য প্রয়োজনী সকলকিছু সঠিক দানে ও মানে কেনার নিশ্চয়তা রয়েছে। এ ছাড়াও উদ্যোক্তদের বাজার সৃষ্টি, শ্রমবাজার সৃষ্টি ও ক্রেতাদের মাঝে সরাসরি মেলবন্ধন সৃষ্টিতে এই বাজার বিশেষ ভূমিকা রেখে চলেছে। বর্তমানে ঢাকা ক্রেডিটের প্রধান কার্যালয়ের নিচতলায় এবং সাভার সেবাকেন্দ্রের ক্যাম্পাসে সমবায় বাজার রয়েছে। প্রধান কার্যালয়ের নিচতলায় প্রথম সমবায় বাজার উদ্বোধন করা হয় ২০১৫ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর এবং সাভার সমবায় বাজারের উদ্বোধন করা হয় ২০১৬ সালের ২৩ আগস্ট।

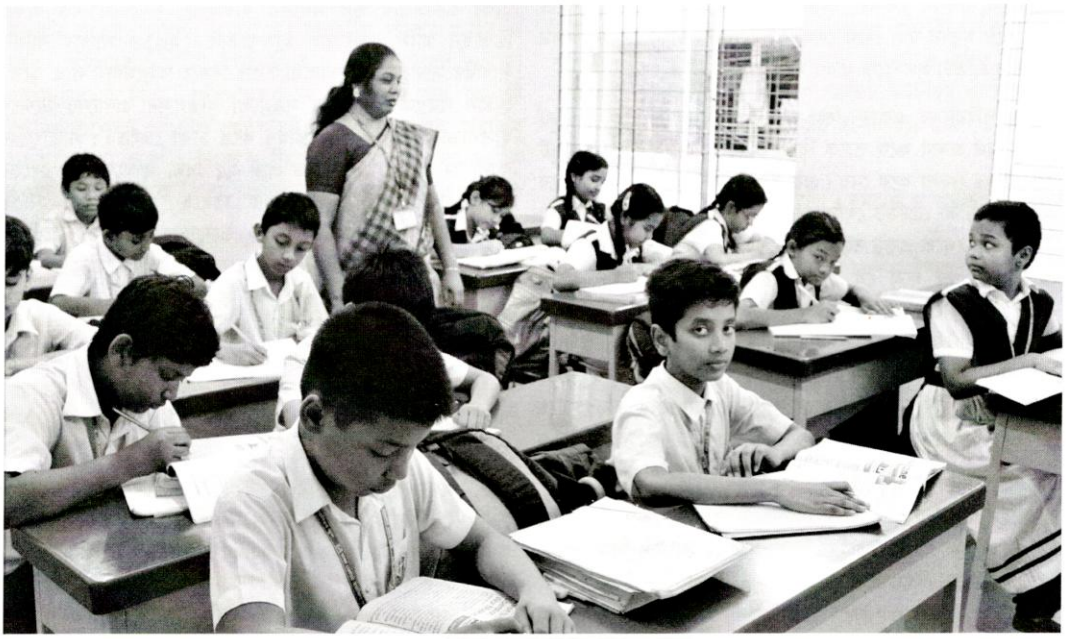

বান্দুরা বহুমুখী প্রকল্প:

শুধু ঢাকার মধ্যে আটকে থাকেনি ঢাকা ক্রেডিটের সেবার হাত! সমিতির কার্যক্রম ছড়িয়ে পড়ছে অনেক স্থানেই। বান্দুরা বহুমূখী

প্রকল্পটি যেমন একটি নতুন সংযোজন। সর্বসাধারণের সুবিধার জন্য নবাবগঞ্জের বান্দুরা অঞ্চলে ঢাকা ক্রেডিট সেবাকেন্দ্রের ক্যাম্পাসে নানা ধরনের সুবিধাসহ অত্যাধুনিকভাবে বান্দুরা বহুমুখী প্রকল্প আরম্ভ করা হয়েছে। বহুতল এই ভবনে রয়েছে গেস্ট হাউজ, অফিস ও কমিউনিটি সেন্টারসহ নানা ধরণে সুবিধা রয়েছে। ২০১৯ সালের এপ্রিল মাসে এই অত্যাধুনিক প্রকল্প উদ্বোধন করা হয়েছে।

নন্দা বহুমুখী প্রকল্প:

সবকিছুরই একটি কার্যকারণ পদ্ধতি বা উদ্দেশ্য থাকে। ঢাকা ক্রেডিটও দীর্ঘমেয়াদী চিন্তা-ভাবনা করে সদস্যদের মানোন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নেয়। তেমনি একটি প্রকল্প হলো নন্দায় বহুমূখী প্রকল্প। নন্দা এলাকায় বসবাসরত আদিবাসী ও বাঙালি নারীদের ক্ষমতায়ন করার লক্ষে এই প্রকল্প অবকাঠামো (বহুতল ভবন) নির্মাণ প্রায় শেষের পথে। নারীদের বিউটি পার্লারসহ তাদের প্রশিক্ষণ ও আবাসিক সুবিধা থাকছে এই প্রকল্পে। এতে নারীরা আয়-উপার্জন করে স্বাবলম্বী হতে পারবেন এবং নিজেদেরকে নিয়ে যেতে পারবেন স্থিতিশীল উন্নয়নের পথে।

ঢাকা ক্রেডিট সিকিউরিটি সার্ভিস:

নিরাপত্তা সাম্প্রতিক একটি বড় চ্যালেঞ্জ। বিশেষ করে আর্থিক বা যেকোনো প্রতিষ্ঠানে বিশ্বস্ত ও নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাই দক্ষ ও বিশ্বস্ত জনশক্তিকেই কাজে লাগানো হয়। ঢাকা ক্রেডিট সেই চিন্তা থেকেই ২০১৬ সালে সিকিউরিটি সার্ভিস প্রকল্প শুরু করে। বেকার নারী-পুরুষদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তার জন্য নিরাপত্তাকর্মী সরবরাহ করা হচ্ছে। ঢাকা ক্রেডিটের প্রধান কার্যালয়সহ বিভিন্ন সেবাকেন্দ্র, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, এপার্টমেন্ট, ও দেশিবিদেশি কোম্পানিতে নিরাপত্তা কর্মী সরবরাহ করা হচ্ছে। এই প্রকল্পে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে দুই শতাধিক নারী-পুরুষ নিরাপত্তাকর্মীর কর্মসংস্থান করা হয়েছে। একদিকে দক্ষ নিরাপত্তা বাহিনী, অন্যদিকে কর্মসংস্থান সৃষ্টির উৎকৃষ্ট উদাহরণ এই সিকিউরিটি প্রকল্পটি।

স্পোকেন ইংলিশ এবং আইইএলটিএস কোর্স প্রকল্প:

শিক্ষা ক্ষেত্রে ঢাকা ক্রেডিট অধিক গুরুত্ব দিয়ে যাচ্ছে। শুধু সদস্যদের মাঝে নয়, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল শিক্ষার্থীদের জন্য ঢাকা ক্রেডিট বিশেষ গুরুত্ব দেয়। শিক্ষিত জনশক্তিই পারে একটি শিক্ষিত জাতি ও দেশ গড়ে তুলতে, ঢাকা ক্রেডিটও এই মূলমন্ত্রে বিশ্বাসী। এরই ধারায় ইংরেজিতে কথা বলার দক্ষতা এবং ইংরেজি শিক্ষায় পারদর্শি করার লক্ষে ইংরেজি শিক্ষা প্রকল্পের মাধ্যমে সেবা প্রদান করে যাচ্ছে সমিতিটি। আইইএলটিএস প্রশিক্ষণ কোর্সটি শুরু হয় ২০১৪ সালের জুলাই মাসে। ইতিমধ্যে ২৭৬ জন ছাত্র-ছাত্রীর ১৭টি ব্যাচ সম্পন্ন হয়েছে এবং ১৮তম ব্যাচ চলমান রয়েছে। অন্যদিকে ৩৩টি ব্যাচের মাধ্যমে স্পোকেন ইংলিশ কোর্সে এযাৎকাল পর্যন্ত ১,২৬৮ জন শিক্ষার্থী কোর্স সম্পন্ন করেছেন। এখন অনেকেই এর মাধ্যমে কর্মময় জীবনে সফল হয়েছে।

সড়ক নিরাপত্তা বাংলাদেশের জন্য একটি বড় ধরণের চলমান আন্দোলন। বিশেষজ্ঞদের মতে, দক্ষ চালকই নিয়ে আসতে পারে সড়কের নিরাপত্তা। ঠিক এই সময়েই ঢাকা ক্রেডিট নিটল টাটার সাথে ড্রাইভিং প্রশিক্ষণের আয়োজন করে চলেছে। শুধু তাই নয়, নিটল টাটার সাথে যৌথ প্রশিক্ষণ শেষে নতুন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ড্রাইভারদের ইংরেজিতে কথা বলার যোগ্যতার জন্য এবং অফিসিয়াল আচরনবিধি শিক্ষার জন্য আলাদা কোর্সের ব্যবস্থা করছে। একদিকে যেমন দক্ষ চালক সৃষ্টির মাধ্যমে সড়কে শৃঙ্খলা আসবে, অন্যদিকে দূর হবে বেকারত্ব সমস্যা।

দৈনন্দিন জীবনের সকল চাহিদা পূরণই যেন ঢাকা ক্রেডিট আদর্শ হিসেবে ধরে নিয়েছে। নিত্য প্রয়োজনীয় অভিনব সকল কার্যক্রম এখন ঢাকা ক্রেডিটের নিয়মিত কাজ। ছাত্রী হোস্টেল, জীম, কালচারাল একাডেমি, মিডিয়া হাউজ, সদস্যদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা, অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস, রান্না ও সেলাই প্রশিক্ষণসহ নানাবিধ প্রকল্প নিয়ে ঢাকা ক্রেডিট সদস্যসহ আপামর জনগণের জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। সকলের জন্য আনন্দের বিষয় হলো, আজকের মহিরুহে পরিনত কাল্‌ব গঠিত হয়েছিল ঢাকা ক্রেডিটের শিক্ষা তহবিলের অর্থ দিয়ে। ঢাকা ক্রেডিটের পরিকল্পনারই প্রসূত এই কাল্‌ব, যা আজ দেশের সকল সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রতিনিধিত্ব করছে।

ঢাকা ক্রেডিট শুধু একটি প্রতিষ্ঠান নয়, ঢাকা ক্রেডিট একটি পরিবারও। পরিবার যেমন সদস্যদের স্নেহের আশ্রয়ে রেখে সকল চাহিদা মিটিয়ে একজন আদর্শ মানুষ হয়ে উঠতে দায়িত্ব পালন করে। ঢাকা ক্রেডিটও তেমনি সকল সদস্যদের যত্ন দিয়ে সকল চাহিদা সমন্বয় করে একটি সুখি, সমৃদ্ধ মানুষ ও সমাজ গঠনে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ সরকারের সাথে তাল মিলিয়েই অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে ঢাকা ক্রেডিট অবদান রেখে চলেছে একটি উন্নত সমাজ ব্যবস্থা ও দেশ গঠনে ॥

লেখক ও সংবাদকর্মী

সমবায়ী লেখা ও

সংবাদ আহ্বান

দি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লীগ অব বাংলাদেশ লিঃ (কাল্‌ব) এর মুখপত্র 'ক্রেডিট ইউনিয়ন' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য আপনার ক্রেডিট ইউনিয়নের সচিত্র সংবাদ, তথ্য, মতামত এবং সমবায় সম্পর্কিত যাবতীয় লেখা নির্বাহী সম্পাদক বরাবর পাঠিয়ে দিন। আপনার পাঠানো লেখা এবং গুরুত্বপূর্ণ মতামত এ পত্রিকাটিকে আরও সমৃদ্ধ করবে। লেখা পাঠানোর ঠিকানা :

ই-মেইল- editor.creditunion@gmail.com

মোবাইল: ০১৯৬২৪৯৪৮০৬

আপনার সার্বিক সহযোগিতা

আমাদের একান্ত কাম্য।